দৈনিক বাংলা

14 SEP 1987

ভাইস চ্যান্সেলরের চিঠি

14 SEP 1987

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ছাত্রছাত্রীরা যাতে নিয়ম-শৃংখলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে এবং শিক্ষার্থীসুলভ আচরণ করে, সেজন্য তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করার আবেদন জানিয়ে তাদের অভিভাবকদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান। এই আবেদন জানাবার প্রয়োজন ছিল। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। তারা বোঝালে তাদের ছেলেমেয়েরা বুঝবে এবং শিক্ষার্থীর মত আচরণ করবে, সবাই এমন আশা করেন।

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নেই। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পরীক্ষা অনুষ্ঠান, হলজীবন—এক কথায় সবকিছুই এখন বিঘ্নিত। বছরের অনেকটা কাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখতে এবং পরীক্ষা পিছাতে বাধ্য হচ্ছেন কর্তৃপক্ষ। এর পরিণতিতে সেশনজট হচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের পাস করে বেরুতে কয়েক বছর বেশি সময় লাগছে। শিক্ষার মানেরও অবনতি ঘটছে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে অভিভাবকদের বহন করতে হচ্ছে বেশি খরচ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তা সর্বমহলেই তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু কোনটাই তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের এ কাজে আরও সক্রিয়ভাবে শরিক করার উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি, ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকগণ তার আবেদনে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দেবেন। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার মধ্যে তাদের স্বার্থই বেশি। তাদের অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা যেমন বহন করতে হবে না, তেমনি ছাত্ররাও নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে পারবে শিক্ষা।

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ম-শৃংখলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে এবং ছাত্রসুলভ আচরণ করতে অভিভাবকগণ অবশ্যই তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবেন। তবে ছাত্রছাত্রীরা যাতে সংকীর্ণ দলাদলির ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত না হয় তারা যাতে কোনরকম অবৈধ সুযোগ-সুবিধা না পায় এবং নিয়ম-শৃংখলা ভাঙার প্রবণতা যাতে তাদের মধ্যে সৃষ্টি না হয়—তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। নিয়ম-শৃংখলার রাশ সবসময় টেনে রাখা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্ছৃংখলতা অনুপ্রবেশের সুযোগ পাবে না বলে আমরা বিশ্বাস করি।